ইত্তেফাক

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: একটি বহুমাত্রিক প্রতিভা

কাজী দীন মুহম্মদ

রোম ওয়াজ নট বিলট ইন এ ডে—রোম তথা রোমক সভ্যতা একদিনে সৃষ্ট হয়নি। কোন জাতি একদিনে কিংবা একজনের অবদানে উন্নত ও সমৃদ্ধ হয় না। এজন্য যেমন সময়ের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন যোগ্য মনীষীদের বিচিত্র সাধনার বিভিন্ন জনপদের প্রবাহের। স্রোতস্বিনী যেমন নানা ধারায় বিভিন্ন জনপদের অভিজ্ঞতা বিধৌত বারিরাশির বিপুল সমারোহে গড়ে তোলে সাগর, তেমনি নানা কালের নানা মনীষীর বিচিত্র অবদানে দেশের ও জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি সাধিত হয়। জাতিকে বিরাট-বিশাল সম্ভাবনাময় করে তুলতে আর জাতীয় জীবনকে সমুন্নত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে এ সত্যটির সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজন।

দুঃখের সংগে স্বীকার করতে হয়, জাতি হিসেবে আমরা যতটা আত্মবিস্মৃত তার চাইতেও বেশী অকৃতজ্ঞ। কোন মনীষীর মনীষার সম্যক উপলব্ধি বা তাঁর সাধনার গতি-প্রকৃতি যাচাই-বাছাই বা বিচার-বিশ্লেষণ প্রায় অনুপস্থিত বললে অত্যুক্তি হবে না। একমাত্র রাজনৈতিক ডামাডোলের হৈ-হল্লোড় ছাড়া কোন বিশেষ চরিত্র বা বিশেষ মনীষীর বিশেষ সাধনার প্রতি আমাদের সচেতন শ্রদ্ধাবোধ আছে এমন কথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি না।

আমাদের অবজ্ঞায় এবং অজ্ঞাতসারেই সাধকের দুঃসাধ্য সাধনার পরিপক্ব ফলটি ঐতিহ্যের গোড়ায় রস-সিঞ্চন করে এর প্রবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয় এবং একে এগিয়ে নিয়ে চলে ভবিষ্যতের পানে। আর ইতিহাসও সুস্থ সচেতন ও সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পায় এর অদৃশ্য প্রক্রিয়ায়।

আমাদের জাতীয় জীবনে অভাবের হাটে মনীষা ও প্রতুলতা আশা করা যায় না। তবু সফল মুহূর্তে ঝিনুক গর্ভে মুক্তা সৃষ্টির মতই জাতির কোন শুভ মুহূর্তে জন্ম নেয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সাধক মনীষী। আর তা আমাদের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতেই ফুলে ফলে সজ্জিত হয়ে দিক মোহিত করে অপরিচিতির ও অবজ্ঞার গ্লানি বয়েই মহামূল্যবান বনৌষধীর মতো আপনাতে আপনি বিলীন হয়ে যায়। অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ ধরনের একজন বিরল মনীষার অধিকারী। এই একশো বছরের বিস্তারে জাতির চৈতন্যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও মানসিক সংস্কৃতির প্রসার ও প্রেরণায় পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞায় এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এ মনীষী।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আকিকার সময় তাঁর নাম রাখা হয় মুহম্মদ ইব্রাহীম। কিন্তু মা তাঁকে শহীদুল্লাহ বলে ডাকতেন বলে শেষে শহীদুল্লাহ নামই টিকে যায়। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মফিজ উদ্দিন আহমদ এবং মাতার নাম হরুন্নিসা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পূর্বপুরুষ শেখ দারা মালিকী তাঁর পীর সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কীর মাজারের কাছাকাছি পেয়ারা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর জীবনে পীর আউলিয়া ও সূফী দরবেশের প্রভাব অনেকখানি। ধর্মীয় নিষ্ঠা ও উদারতা তার রক্তে বংশানুক্রমে প্রবাহিত।

শিশুকালে গ্রামের মক্তবে পড়ার পর হাওড়া তাঁর পিতার কর্মস্থলে চলে যান। সেখানে দু তিন স্কুল বদলিয়ে অবশেষে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ থেকে এফ.এ. পাস করেন। পরে হুগলী কলেজে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। স্কুল ও কলেজে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে তিনি বরাবরই সংস্কৃত পড়েছিলেন। পরে সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি আরবী-ফারসী-হিন্দী-উড়িয়া-উর্দু-এসব ভাষা শিখে ফেলেন। সংস্কৃতে সব সময়ে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। অনার্স পরীক্ষায় বেদের প্রশ্নপত্রের জবাবেও তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পান। বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সংস্কৃত গ্র্যাজুয়েট: তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু বেদজ্ঞ পণ্ডিত, যিনি খড়ম পায়ে ক্লাসে আসতেন, সত্যব্রত সামশ্রমী একজন 'ম্লেচ্ছকে দেবভাষা পড়িয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করতে অক্ষমতা' জানালে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর অনুরোধ ও চেষ্টায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পড়েন। যথারীতি এম. এ. পাস করে আইনও পড়েন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বেও তিনি প্রথম বাঙ্গালী মুসলিম।

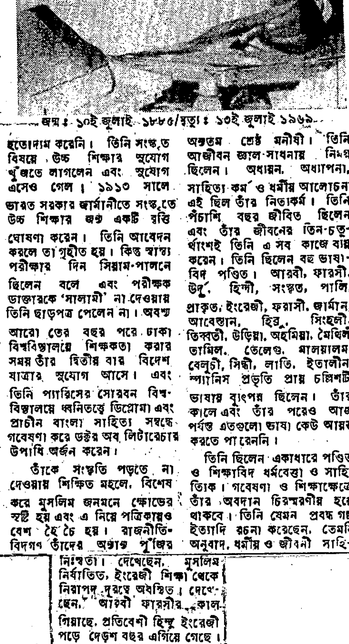

সংস্কৃতে অনার্স পাস করা সত্ত্বেও তাঁকে সংস্কৃতে এম এ পড়তে না দেওয়ার দুঃখ তাঁকে কখনো হতোদ্যম করেনি। তিনি সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন এবং সুযোগ এসেও গেল। ১৯১৩ সালে ভারত সরকার জার্মানীতে সংস্কৃতে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি বৃত্তি ঘোষণা করেন। তিনি আবেদন করলে তা গৃহীত হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষার দিন সিয়াম-পালনে ছিলেন বলে এবং পরীক্ষক ডাক্তারকে 'সালামী' না দেওয়ায় তিনি ছাড়পত্র পেলেন না। অবশ্য আরো তের বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় তাঁর দ্বিতীয় বার বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসে। এবং তিনি প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি অর্জন করেন।

তাঁকে সংস্কৃতি পড়তে না দেওয়ায় শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করে মুসলিম জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং এ নিয়ে পত্রিকায়ও বেশ হৈ চৈ হয়। রাজনীতিবিদগণ তাঁদের অন্যান্য পুঁজির মধ্যে এটির সদ্ব্যবহার করতে কসুর করেননি। এমনকি একথা বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকেও উত্থিত হয়।

কর্মজীবনে তিনি প্রথমতঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে শরৎ কুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক পদে নিযুক্ত হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯২১ সালে প্রভাষকের চাকুরী নিয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে ফরাসী গিয়ে ১৯২৮ সালে দেশে ফিরে তিনি পূর্ব চাকুরিতে পুনর্বহাল হন এবং ১৯৩৪ সালে 'রীডার' ও অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক চতুর্থ শতাব্দী চাকরি করে অবসর গ্রহণ করেন। পরে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। তারপর ১৯৫২ সালে অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ফিরে আসেন এবং ১৯৫৫ সালে শেষবারের মতো অবসরগ্রহণ করেন।

জন্ম: ১০ই জুলাই ১৮৮৫/মৃত্যু: ১৩ই জুলাই ১৯৬৯

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি আজীবন জ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সাহিত্য কর্ম ও ধর্মীয় আলোচনা এই ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। তিনি পঁচাশি বছর জীবিত ছিলেন এবং তাঁর জীবনের তিন-চতুর্থাংশই তিনি এ সব কাজে ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, আবেস্তান, হিব্রু, সিংহলী, তিব্বতী, উড়িয়া, অহমিয়া, মৈথিলী তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, বেলুচী, সিন্ধী, লাতি, ইতালীন, স্প্যানিস প্রভৃতি প্রায় চল্লিশটি ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর কালে এবং তাঁর পরেও আজ পর্যন্ত এতগুলো ভাষা কেউ আয়ত্ত করতে পারেননি।

তিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ ধর্মবেত্তা ও সাহিত্যিক। গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি যেমন প্রবন্ধ গল্প ইত্যাদি রচনা করেছেন, তেমনি অনুবাদ, ধর্মীয় ও জীবনী সাহিত্যের শাখাও তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ। ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ব্যাকরণ, আমাদের সমস্যা, ভাষা ও সাহিত্য, পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক অভিধান, ইসলাম প্রসঙ্গ, রকমারি, ছোটদের রাসুলুল্লাহ, বিদ্যাপতি শতক, রুবাইয়াত-ই-ওমর খয়্যাম, ইকবাল, মহাবাণী ইত্যাদি ছোট বড় প্রায় দুই কুড়ি বই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তিনি একদিকে শিশু পাঠ্যবই লিখেছেন, অপরদিকে পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। তিনি একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন, তাঁর কর্মস্পৃহা ও নিরলস পরিশ্রম থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

তিনি যখন জন্মেছেন তখনও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল। পরে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে যখন তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান পরিক্রমা আরম্ভ হয়, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সে গোত্রেরই একজন নির্মাতা-শিল্পী। তাঁর আলোচনা যে বিকাশ ও যুক্তি ভিত্তিক সে সম্বন্ধে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন: 'আমি বরাবরই সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত বিচার শৈলী দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি। তিনি আমাদের উভয়ের সাধারণ আলোচ্য বিদ্যা বাকতত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে নূতন অনেক জিনিস দিয়াছেন, তাহার কতকগুলি আমি আনন্দে গ্রহণ করিয়াছি।...তাঁহার সংগে আলোচনা মানসিক রসায়নের কাজ করিয়াছে এবং ইহা আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য... ডক্টর শহীদুল্লাহ এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাংগালী—তাঁহাকে আমরা একজন যুগনায়ক মুসলমান বাঙ্গালী বলিয়া অভিবাদন করি।...মুসলমান আদর্শ ও সাধনা এবং বাঙ্গালীর জীবন, এই দুয়ের সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে দেখা যায়।'

তিনি দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাসতেন, তিনি বলতেন, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার প্রয়োজন। তিন 'আর' (Three Rs) অর্থাৎ Reading Writing and Airthmatic তাঁদের না শিখালে তাঁরা হয়ে যাবে ফোর্থ 'আর' (Forth R) মানে Ruscal. তিনি জন্মে দেখেছেন, রাজহারা মুসলিমের ক্ষোভ দুঃখ ও আক্রোশ আর তার সংগে রাষ্ট্রীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে তার

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

নিঃস্বতা। দেখেছেন, মুসলিম নির্যাতিত, ইংরেজী শিক্ষা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত। দেখেছেন, আরবী ফারসীর কাল গিয়াছে, প্রতিবেশী হিন্দু ইংরেজী পড়ে দেড়শ বছর এগিয়ে গেছে। এসব দেখেছেন, আর দেখেছেন বাংলা ভাষা সাহিত্য সৃষ্টিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিমের সতর্ক পদ-সঞ্চারণ। এসবই তাঁর মানস-প্রেক্ষাপটে জড়িত হয়ে তাঁর চিন্তা, কথা ও লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মুসলিমদের জন্য তথা মানবতার জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ মনীষী হিসেবে চিরকাল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মনে জাগরূক থাকবেন।

জাতির অন্যান্য প্রতিভার মতোই তাঁকে আমরা ভুলতে বসেছি। জাতির পক্ষে এটি খুব সুখবর নয়। জাতির নিজস্ব সত্তার পরিচিতি তুলে ধরতে চাইল, জাতির শ্রেষ্ঠ নায়কদের তুলে ধরতে হবে। তাঁদের চরিত্র-গুণ, বলিষ্ঠ চেতনাবোধ ও কৃতকর্ম ভবিষ্যৎ নাগরিকের পক্ষে আদর্শরূপে প্রতিভাত না হলে, জাতির ও দেশের মঙ্গল নেই। প্রতিভার পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কীর্তির প্রকৃত মূল্যায়ন জাতির অগ্রগতির দিক নির্দেশক। একথাটি মনে রাখলে সহজ-সাহিত্য ও রাজনৈতিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। যারা যেভাবে যা কিছু দিয়ে গেছেন তাঁদের সেভাবে সঠিক প্রেক্ষাপটে সমাজ ও প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে যাচাই না করলে সত্যিকার পৌরুষ অনাবিষ্কৃত থাকবে আর তাহলে জাতির পশ্চাৎদিকে অগ্রসর ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

দশই জুলাই উপমহাদেশের অন্যতম সাধক মহাপুরুষ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্মদিন, আর তেরই জুলাই মৃত্যুদিবস। এই দিনে আমরা মহান কর্মীপুরুষের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।